ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

ইসলামের উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ড. মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ*

[সারসংক্ষেপ : *এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সে উদ্দেশ্য সাধন এবং মানুষের সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিমার্জিত জীবন পরিচালনার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উন্নততর জীবন দর্শন হিসেবে মানুষকে দেয়া হয়েছে ইসলামী শরী'আহ্। এ শরী'আহ্র মৌলিক ও চিরন্তন লক্ষ্য-উদ্দেশের অন্যতম হলো, পাঁচটি জরুরী বিষয় সংরক্ষণ করা। মানব সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সকল ধরনের ক্ষতি ও সংকীর্ণতা দূর করা, জীবনকে সহজ ও সুন্দর করা ইত্যাদি শরী'আহ্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করত ইহকাল ও পরকালে তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। অতএব বলা যায়, শরী'আহ্র উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীকে যথেচ্ছাচার, ভুলভ্রান্তি ও কামনা-লালসার হাতছানি থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসা, যাতে করে পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু পন্থায় কার্যকর ও বাস্তবায়ন করা যায়। মানব জীবনে অর্থ-সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। পুরুষের ন্যায় নারীও শরী'আহ নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদের হকদার হয়ে থাকে। এ সম্পদের অংশ কোন মানুষের পক্ষে কম বা বেশি করা সম্ভব নয়। নারীর জন্য যে ধরনের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন, আল্লাহ্ তা'আলা সে ধরনের অংশই তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। কোথাও পুরুষের জন্য বেশি, আবার কোথাও নারীর জন্য বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে ঠকানো হয়েছে, আবার কোন ক্ষেত্রে নারীকে ঠকানো হয়েছে। কারণ নারী-পুরুষ উভয়ই আল্লাহ্র সৃষ্টি। উভয়ের জন্য যা কল্যাণকর আল্লাহ্ তা'আলা তাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একটি শ্রেণী আল্লাহ্ নির্ধারিত এ বিধানকে অস্বীকার করে নারীর উত্তরাধিকার হিস্যাকে বৈষম্যমূলক উল্লেখ করে কোমলমতি-সহজ-সরল নারীদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। আলোচ্য প্রবন্ধে এতদ্বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা তুলে ধরে তাদের এ সংক্রান্ত ভ্রান্তি অপসারণের চেষ্টা করা হয়েছে।]*

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

নারীর উত্তরাধিকার

জাহিলী যুগে মেয়েরা যদি নিজেরাই কোন উপায়ে কিছু সম্পদ উপার্জন করত অথবা কারো নিকট থেকে উপহার বা উপঢৌকন হিসেবে কোন কিছু পেত, তাতে তাদের কোন অধিকার থাকতো না। তারা পিতা মাতার কোন সম্পদ লাভ করলেও তাতে তাদের কোন অধিকার বলবৎ করার উপায় ছিল না। তাদের পুরুষ অভিভাবকরাই এ সম্পদের মালিক হয়ে বসত এবং তাদের ইচ্ছে মত মেয়েদের সম্পদ ব্যয়-ব্যবহার করত। কিন্তু ইসলাম মেয়েদেরকে তাদের উপার্জিত, উত্তরাধিকার কিংবা বৈধ কোন উপায়ে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ অধিকার দান করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾

পুরুষরা যা উপার্জন করে তাতে তাদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আর নারীরা যা উপার্জন করে তাতেও রয়েছে তাদের পূর্ণ অধিকার।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির জারুল্লাহ আয-যামাখ্শারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.) রহ. বলেন :

جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله الموجبة للبسط أو القبض كسبا له

পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের অবস্থা কিসে ভালো হবে এবং কিসে খারাপ হবে- এতদসংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সম্পদের মধ্যে নারী-পুরুষ প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশকে তাদের নিজেদের উপার্জন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।[২]

অতএব, ইসলামী শরী'আতে নারীদের অর্জিত বা প্রাপ্ত সম্পদে তাদের পরিপূর্ণ অধিকার স্বীকৃত। এতে তাদের কোন অভিভাবক বা অপর কারো হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই।

ইসলামপূর্ব যুগে মৃত আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ইসলাম পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদে ছেলেদের ন্যায় মেয়েদের অধিকারও নির্ধারিত করে দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ ﴾

১. আল-কুরআন, ৪ : ৩২
২. আবুল কাসিম জারুল্লাহ্ আয-যামাখশারী, *তাফসীরে কাশ্শাফ*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাত, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৯৫

পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আমি প্রত্যেকের জন্যই উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি।[৩]

শাইখ তানতাবী জাওহারী (১৮৭০-১৯৪০ খ্রি.) এ আয়াতের শাব্দিক ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন: "(প্রত্যেক) পুরুষ এবং নারীর জন্য (আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি)। তারা চাচার সন্তান অথবা ভাই অথবা অন্যান্য আত্মীয়বর্গ। (পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যা রেখে যায়) তারা তাদের পরিত্যক্ত সেসব সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে।"[৪]

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লেখিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ের সামগ্রিকতা বোঝাতে জন্য আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন,

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾

পিতা-মাতা ও নিকটতর আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটতর আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক বা বেশি হোক, এ অংশ নির্ধারিত।[৫]

এ আয়াতের ব্যাখায় মাওলানা আব্দুল হক হাক্কানী রহ. বলেন : "এখানে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা হোক অথবা অন্য কোন আত্মীয় হোক, তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের যেমন অংশ আছে, ঠিক তেমনি মহিলাদেরও অংশ রয়েছে। এ সম্পত্তির পরিমাণ কম হোক আর বেশি হোক।"[৬]

অতএব, নারীর উত্তরাধিকার হিস্যা বা অংশীদারিত্ব সামগ্রিক ও নির্ধারিত, এতে কোন পরিবর্তনের ক্ষমতা ও এখতিয়ার কারো নেই।

নারীর সামগ্রিক উত্তরাধিকার অংশীদারিত্বে বিভ্রান্তি ও বাস্তবতা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানবজাতি। কাজেই নারী ও পুরুষ জ্ঞানের সকল শাখার সঙ্গে জড়িত। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এমন কি সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে নারীর সর্বজনীন অধিকারের কথা উল্লেখ নেই বললেই চলে। এ সকল বিষয় অধ্যয়ন করলে মনে হয়, মানবজাতি একমাত্র পুরুষকে নিয়ে গঠিত; জ্ঞানচর্চার সকল ক্ষেত্রে নারী অবহেলিত। এ অবস্থা ইসলাম সৃষ্টি করেনি।

৪. আল-কুরআন, ৪ : ৩২
৫. শাইখ তানতাবী জওহারী, *আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল কুর'আনিল কারীম*, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯১, খ. ৩, পৃ. ৩৮
৬. আল-কুরআন, ৪ : ৭
৭. মাওলানা আবূ মুহাম্মদ আব্দুল হক হাক্কানী, *তাফসীরে হাক্কানী*, নয়া দিল্লী : ই'তিকাদ পাবলিশিং হাউজ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১২৯

মানবজীবনে সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। সম্পদ মানুষের সামাজিক অবস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারীদের এ অবস্থান তৈরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা নারী পুরুষের সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সুষম ও সমতাভিত্তিক সম্পদ বণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন। নারী-পুরুষের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারে -এ সংক্রান্ত বিষয় আল-কুরআন ও হাদীসে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে জ্ঞানের এ শাখা কেবল নারীর সমস্যা, অধিকার ও দায়িত্ব, তাদের সামাজিক ও জৈবিক (biological) ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং নারী ও পুরুষ পরস্পর এক অপরের সম্পূরক ব্যক্তি হিসেবে জীবনধারণ, কর্মসম্পাদন ও মন আদান-প্রদানের প্রাত্যহিক, বাস্তব ও ব্যবহারিক সমস্যা নিয়ে কীভাবে একে অপরের সঙ্গে কাজ করবে সে সম্পর্কে আলোকপাত করে। নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্ককে বুঝানোর জন্য কোন পরিভাষা ইসলামপূর্ব সময়ে ছিল না।

আল-কুরআন নারী শিক্ষা ও গবেষণা-এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু নারীদের জীবনমান, অধিকার, চালচলন, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহ সামগ্রিক জীবনকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'আন-নিসা' নাযিল করেছেন। এ ছাড়াও কুরআনের অন্যান্য সূরাতেও নারীদের জীবন সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। যেমন ইসলামী আইনে মহিলারা মাতারূপে-স্ত্রীরূপে-কন্যারূপে এবং বোনরূপে সম্পত্তি লাভ করে। নারী অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে ইসলামের অবদান অস্বীকার করার এখতিয়ার কারো নেই। নারীর অধিকার নিয়ে নারী বাদীগণ যতোই উচ্চকণ্ঠ হোন না কেন তাদের এ বক্তব্যের মূল উৎস আল-কুরআন ও শরী'আহ্ সংশ্লিষ্ট উৎসসমূহ। মাতা, স্ত্রী ও কন্যা-এ তিন ধরনের মহিলা উত্তরাধিকার আইনে চিরস্থায়ী অংশীদার। কোন অবস্থাতেই তারা উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় না। যেমন মাতা তার সন্তানের মৃত্যুতে রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে সর্বাবস্থায়ই অংশীদার। অনুরূপভাবে স্ত্রী তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে (সন্তান থাকাবস্থায় বা না থাকাবস্থায়) অংশীদার। এক কথায় মাতা, স্ত্রী ও কন্যার অংশ উত্তরাধিকার আইনে সুনির্দিষ্ট। এভাবে আল-কুরআনে নারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় সকল অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ সুনির্দিষ্ট অংশীদারদেরকে বাদ দিয়ে আর যে সব মহিলা আত্মীয় মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে তারা হচ্ছে মাতার দিক থেকে উর্ধ্বগামী বংশধর মহিলাগণ এবং পিতার দিক থেকে উর্ধ্বগামী মহিলাগণ। মাতার দিক থেকে ঊর্ধ্বগামী বংশধর মহিলাগণ হচ্ছেন- মাতামহী, প্রমাতামহী এবং তৎঊর্ধ্বের মহিলাগণ। পিতার দিক থেকে ঊর্ধ্বগামী মহিলাগণ হচ্ছেন- পিতামহী, প্রপিতামহী এবং তৎ ঊর্ধ্বের মহিলাগণ। এসব মহিলা কিছু বিশেষ অবস্থায় মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে নতুবা

নয়। যেমন মৃতের মাতা বেঁচে থাকলে মাতামহী উত্তরাধিকারিত্ব হারায়। অনুরূপভাবে পিতার জীবিত অবস্থায় পিতার মাতা অর্থাৎ দাদী মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না।[৭] এছাড়াও নারীদের কর্মক্ষেত্র, পরিবেশ ও পরিবার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে আল-কুরআন আলোচনা করেছে।

ইসলামী আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে একজন পুত্রের অংশের অর্ধাংশ কন্যাকে এবং পুত্রের অংশের চেয়েও কম মাতাকে প্রদান করে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে আধুনিক নারীবাদীদের প্রবক্তাদের অভিযোগ উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের জানা থাকা দরকার, ইসলাম সর্বজনীন বাস্তবসম্মত জীবন বিধান, যার বৈশিষ্ট্য ও অকাট্যতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃতপক্ষে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায়, ইসলাম সম্পূর্ণরূপে ন্যায়সঙ্গত অধিকার নারীকে প্রদান করেছে।

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধানের মধ্যে অন্যতম হলো উত্তরাধিকার অংশ বণ্টন। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে জীবিত স্বজনদের কার অংশ কতটুকু তা আল-কুরআন দ্বারা নির্ধারিত। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে একজন মুসলিম বলে দাবী করে থাকেন তাহলে এই মীরাস নিয়ে তার বিতর্কিত কথা বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ মুসলিম হলে তাকে তো আল্লাহ্‌র বিধানকেই মেনে নিতে হবে। অথবা সে যদি কোন একান্ত কারণে এ বিধান মেনে চলতে না পারে সেটা একান্ত ভিন্ন বিষয়; কিন্তু সে বলতে পারবেনা যে, আল-কুরআন ভুল মীরাস ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে বা নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। ইসলামের বিধান অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন। এতে পুরুষের অংশ যেমন আছে, তেমনি আছে নারীর অংশ।

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলো আল-হাদীস। কুরআনে সাধারণত আহকাম ও বিধান সম্পর্কে মূল কথাটি বলা থাকে। অর্থাৎ উসূল ও মূলনীতি বর্ণনা করা হয়। তাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক, মাস'আলা-মাসায়িল-এর জন্য হাদীসের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন আল-কুর'আনে সালাত ও যাকাতের আদেশে বলা হয়েছে 'সালাত কায়েম করো', 'যাকাত প্রদান করো'; সালাত আদায়ের পদ্ধতি, রাক'আত সংখ্যা, সময়, আবার যাকাত কারা আদায় করবে, এর শর্ত কী, কীভাবে আদায় করবে ইত্যাকার বিষয়ের বিস্তারিত মাস'আলা-মাসায়িল এসেছে হাদীস থেকে। ইসলাম নারী সমাজের অধিকার রক্ষা ও তাদের সম্পদের হেফাজত ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

৭. সাহিদা বেগম, *মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃস্টাব্দ, পৃ. ৩৪

আর উত্তরাধিকারের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যেক ওয়ারিস-এর অংশ এক এক করে কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। এর কারণ উল্লেখ করে পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতার অংশ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿ آبَاؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ﴾

তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের জন্য কে অধিক উপকারী তোমরা তা জানো না। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৮]

ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে যাদের তেমন কোন ধারণা নেই, কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত মীরাসের নির্ধারিত অংশের বিষয়ে প্রশ্ন ও আপত্তি তোলে। জুলুম ও বৈষম্যের অভিযোগ করে সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলাকে দায়ী করে।

আল্লাহ্ তা'আলা মীরাসের বিধান সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ – وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবেন আল্লাহ্ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাকে লঙ্ঘন করে তিনি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।[৯]

নিম্নে নারীর হিস্যা বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও ইসলামের বিধানাবলির আলোকে আলোচনার প্রয়াস পাব।

১. ইসলামের মীরাস ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব সুসংরক্ষিত। এজন্য কোন ধর্ম, মতবাদ বা জীবন ব্যবস্থায় এর তুলনা বা দৃষ্টান্ত দেখানোর কোন সুযোগ নেই।

২. পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশীদারিত্ব দেয়া হয়েছে। নারীদেরকে ঠকানো হয়েছে বলে যারা প্রচার করেন তারা প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করে এর প্রকৃত বিধান চাপে রাখার চেষ্টা করেন।

৩. যেসব কারণে একজন পুরুষকে দু'জন নারীর সমান অংশীদারিত্ব দেয়া হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে যৌক্তিক, বাস্তব সম্মত ও স্বাভাবিক নীতিমালার কারণেই দেয়া হয়েছে। যেমন :

৮. আল-কুরআন, ৪ : ১১

৯. আল-কুরআন, ৪ : ১৩-১৪

- নারী মা হিসেবে কখনো পুরো সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ পায়, কখনো পায় ছয় ভাগের একভাগ।
- নারী দাদী ও নানী হিসেবে পুরো সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ পায়।
- নারী কন্যা হিসেবে কখনো পুরো সম্পত্তির অর্ধেক পায়, দুই বা ততোধিক কন্যা হলে সকলে মিলে তিনভাগের দুই ভাগ পাবে। আর ভাইয়ের সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে।

৪. নারী পৌত্রী হিসেবে দাদার সম্পদ থেকে কখনো অর্ধেক পায়, কখনো ছয়ভাগের একভাগ এবং পৌত্রের সাথে হলে পৌত্রের অর্ধেক পায়।

৫. নারী সহোদরা বোন হিসেবে কখনো অর্ধেক পায়। দুই বা ততোধিক হলে তিন ভাগের দুই ভাগ পায় এবং সহোদর ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।

৬. নারী বৈমাত্রেয় বোন হিসেবে কখনো অর্ধেক পায়, কখনো ছয়ভাগের এক ভাগ এবং একাধিক থাকলে তিন ভাগের দুই ভাগ পায়। ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।

৭. নারী বৈপিত্রেয় বোন হিসেবে কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ পায়, একাধিক থাকলে তিন ভাগের এক ভাগ পায়।

৮. নারী স্ত্রী হিসেবে কখনো চার ভাগের এক ভাগ, কখনো আট ভাগের এক ভাগ পায়।[১০]

শরীয়তে নারীর নির্ধারিত অংশ অন্যভাবেও দেখানো যেতে পারে

ক. স্থায়ী ওয়ারিসদের মাঝে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান, ওয়ারিছদের মধ্যে নিকটবর্তীদের কারণে দূরবর্তীগণ কখনো অংশ কম পায়। কখনো সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। কিন্তু ছয় প্রকারের ওয়ারিস এমন আছে যারা কখনো বঞ্চিত হয় না। তাদের তিন প্রকার পুরুষ : পিতা, পুত্র ও স্বামী। আর তিন প্রকার নারী : মাতা, কন্যা ও স্ত্রী। এরা সকলেই স্থায়ী ওয়ারিস।

খ. কুরআন মাজীদে যে সকল ওয়ারিসের অংশ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে 'যাবিল ফুরুয' বলে। যাবিল ফুরুযের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ। মোট ১২ প্রকার ওয়ারিস যাবিল ফুরুযের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ৪ প্রকার পুরুষ এবং ৮ প্রকার নারী।

যাবিল ফুরুয পুরুষগণ হচ্ছে : ১. স্বামী, ২. পিতা, ৩. দাদা, দাদার পিতা, ৪. বৈপিত্রেয় ভাই।

[১০]. সাহিদা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

যাবিল ফুরুয নারীগণ হচ্ছে : ১. স্ত্রী, ২. মাতা, ৩. দাদী, নানী, দাদীর মাতা, দাদার মাতা, ৪. কন্যা, ৫. পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা, ৬. সহোদরা বোন, ৭. বৈমাত্রেয় বোন, ৮. বৈপিত্রেয় বোন।

গ. আসাবাতেও নারী বেশি। যাবিল ফুরুযগণ তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্টাংশ যারা পায় তাদেরকে 'আসাবা' বলে। আসাবা তিন স্তরের। প্রথম স্তরে চার প্রকারের পুরুষ, দ্বিতীয় স্তরে চার প্রকারের নারী, এবং তৃতীয় স্তরে শুধু এক প্রকারের নারী।

ঘ. কুরআন মাজীদে উল্লেখিত মীরাসের নির্ধারিত অংশীদারিত্ব সর্বমোট ৬টি। আর তা হলো দুই ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ এবং তিন ভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ ও ছয় ভাগের এক ভাগ। এই অংশগুলো যাদের জন্য নির্ধারিত তাদের মধ্যেও নারীর সংখ্যা বেশি। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

দুই ভাগের এক ভাগ : বিভিন্ন অবস্থায় মোট পাঁচ প্রকারের ওয়ারিস এই অংশ পায়। তারা হচ্ছে ১. স্বামী, ২. কন্যা, ৩. পুত্রের কন্যা, ৪. সহোদরা বোন, ৫. বৈমাত্রেয় বোন। লক্ষ্য করতে হবে এদের চার প্রকারই নারী, পুরুষ মাত্র একজন।

চার ভাগের এক ভাগ : এটি পায় দুই প্রকারের ওয়ারিস। ১. স্ত্রী, ২. স্বামী।

আট ভাগের এক ভাগ : এটি স্ত্রীর অংশ।

তিন ভাগের দুই ভাগ : মোট চার প্রকার ওয়ারিছের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। এরা সকলেই নারী। ১. দুই বা ততোধিক কন্যা, ২. দুই বা ততোধিক পৌত্রী, ৩. দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন, ৪. দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন।

তিন ভাগের এক ভাগ : মোট তিন প্রকার ওয়ারিছের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। তার মধ্যে দুই জন-ই নারী। ১. মাতা, ২. বৈপিত্রেয় বোন একাধিক হলে।

ছয় ভাগের এক ভাগ : মোট সাত প্রকার ওয়ারিসের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। তন্মধ্যে দুই প্রকার পুরুষ ও পাঁচ প্রকার নারী : ১. পিতা, ২. দাদা, ৩. মাতা, ৪. পৌত্রী (একজন হলে), ৫. বৈমাত্রেয় বোন, ৬. দাদী, নানী, দাদার মাতা, ৭. বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন।

নারীর অংশ নির্ধারিত থাকার সুফল

প্রকৃত কথা হলো, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নারীর অংশীদারিত্ব সংরক্ষিত, সুনিশ্চিত, সুসংহত ও সম্মানজনক। আর নারীর অংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণে সর্বাবস্থায় সে তার নির্ধারিত অংশ পায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে একই স্তরের পুরুষের অংশ নির্দিষ্ট না থাকার কারণে সে কোন অংশ পায় না। এ ক্ষেত্রে আমরা নিচের দুটি উদাহরণ লক্ষ্য করতে পারি।

১. রোকেয়া সুলতানা নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একজন আপন বোন ও একজন বৈমাত্রেয় বোন রেখে গেছেন।

২. পক্ষান্তরে শামীমা আক্তারও একজন নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একজন সহোদর বোন ও এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে গেছেন।

এখানে প্রথম উদাহরণে রোকেয়া সুলতানার স্বামী ৪২.৮৬%, তার সহোদরা ৪২.৮৬% এবং বৈমাত্রেয় বোন ২৮.২৮% পাবে। আর দ্বিতীয় উদাহরণে শামীমা আক্তারের স্বামী ৫০%, এবং বাকী ৫০% পাবে তার সহোদরা বোন। তার বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে , রোকেয়া সুলতানার বৈমাত্রেয় বোন সাত ভাগের এক ভাগ তথা শতকরা ১৪.২৮৫% অংশ পেলেও ঐ আত্মীয়দের উপস্থিতিতেই শামীমা আক্তার-এর বৈমাত্রেয় ভাই কিছুই পায়নি।

নিকটতর ওয়ারিস থাকার কারণে সে সকল দূরবর্তী ওয়ারিস সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যেও পুরুষ বেশি এবং নারী কম। অর্থাৎ বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের সংখ্যা ১১ এবং নারীর সংখ্যা ৫ জন। নিম্নে এদের বর্ণনা দেয়া হলো :

১. দাদা : পিতা থাকলে, তেমনি পরদাদা বঞ্চিত হয় দাদা থাকলে।

২. সহোদর ভাই : পিতা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের কোন একজন থাকলে।

৩. বৈমাত্রেয় ভাই : পিতা, পুত্র, পৌত্র বা সহোদর ভাইয়ের কেউ থাকলে, তেমনি সহোদর বোন থাকলে (যদি কন্যার কারণে বোন আসাবা হয়)।

৪. বৈপিত্রেয় ভাই : পিতা, দাদা বা পরদাদা, তেমনি ছেলে কিংবা মেয়ে থাকলে।

৫. পৌত্র : পুত্র থাকলে। ঠিক তেমনি প্রপৌত্র বঞ্চিত হয় পৌত্র থাকলে।

৬. ভাতিজা : (সহোদর ভাইয়ের পুত্র) পিতা, দাদা, পুত্র, কিংবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্র কোন একজনের উপস্থিতিতে, তেমনি সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপস্থিতিতে।

৭. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র : পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রের উপস্থিতিতে। তেমনি সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই কিংবা সহোদর ভাইয়ের পুত্র থাকলে।

৮. চাচা (পিতার সহোদর ভাই) : বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র থাকলে কিংবা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

৯. চাচা (পিতার বৈমাত্রেয় ভাই) : আপন চাচা থাকলে কিংবা আপন চাচা যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

১০. চাচাত ভাই (পিতার সহোদর ভাইয়ের পুত্র) : চাচা পিতার বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে, কিংবা এই চাচা যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

১১. চাচাত ভাই (পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র) : আপন চাচার পুত্র থাকলে কিংবা ঐ চাচাত ভাই যাদের কারণে বঞ্চিত তারা কেউ থাকলে।

নারীদের মধ্যে ৫ জন :

১. দাদী, নানী : মা থাকলে।

২. পৌত্রী : পুত্র থাকলে, কিংবা একাধিক কন্যা থাকলে। (যদি পৌত্রী আসাবা না হয়)।

৩. সহোদরা বোন : পিতা, পুত্র, পৌত্র কেউ থাকলে।

৪. বৈমাত্রেয় বোন : সহোদরা বোন (যখন আসাবা হয়) পিতা, পুত্র, পৌত্র কেউ থাকলে। তেমনি দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন থাকলে (যদি তারা আসাবা না হয়)।

৫. বৈপিত্রেয় বোন : পিতা পুত্র কন্যা কোন একজন থাকলে তেমনি পৌত্র বা পৌত্রী থাকলে।

এক পুরুষ দুই নারীর অংশ পায় এটা ইসলামী উত্তরাধিকারের সর্বক্ষেত্রের নীতি নয়। ইসলামের সম্পূর্ণ মীরাস ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, ইসলামে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ হিস্যা দেয়া হয়েছে। অপপ্রচার ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ধারণা দেয়া হয় যে 'এটা মূলত নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক চেতনারই প্রতিফলন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেয়া প্রয়োজন যে, মীরাসের হিস্যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। কুরআন মাজীদে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা বৈষম্যের কথা বলেছেন তাদের জন্য এ বিষয়ে আরো গভীর গবেষণা ও অধ্যয়ন প্রয়োজন। এ জন্য আল-কুরআনের আলোকে অধ্যবসায় জরুরী। কোন ধরনের বিভ্রান্তিতে সাড়া দেয়া যাবে না, বৈষম্যের কথা বলাই বিভ্রান্তি। এটা অসত্য ও মিথ্যা প্রচারণা। কারণ গোটা মীরাস ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে তিনটি অবস্থা দেখা যায় :

১. নারী কখনো পুরুষের সমান অংশ পেয়ে থাকে।

২. কখনো পুরুষের চেয়ে বেশি অংশ পেয়ে থাকে।

৩. কখনো পুরুষ বেশি অংশ পেয়ে থাকে।

নিচে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

নারীর অংশ পুরুষের সমান

ক. দাদা-দাদীর দু'জনের অংশ ছয় ভাগের একভাগ, যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকে। অর্থাৎ পুত্র ৫৪.১৬৬%, দাদী ১৬.৬৬%, দাদা ১৬.৬৬%, স্ত্রী ১২.৫%।

খ. পিতা মাতা দু'জনেরই অংশ ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকে। অর্থাৎ পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬%, স্ত্রী ১২.৫% ও পুত্র ৫৪.১৬৬%।

গ. বৈপিত্রেয় ভাই-বোন একত্রে থাকলে তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নিবে। অর্থাৎ বৈপিত্রেয় এক ভাই এক বোন ৩৩.৩৩% এবং সহোদরা দুই বোন ৬৬.৬৬% পাবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾

যদি পিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর কোন উত্তরাধিকারী থাকে অথবা যদি তার থাকে এক (বৈপিত্রেয়) ভাই বা ভগ্নি তাহলে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশে।[১১]

ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরী [৫৮-১২৪ হি.] রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قضى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أن ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر مثل الأنثى

উমর রা. বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রে ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, তারা একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সমান অংশীদার হবে/ তারা উভয়েই সমঅংশীদার হবে'।[১২]

এসব উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, একই মৃত ব্যক্তির মীরাসে বিশেষ কিছু নারী ও পুরুষকে সমান হিস্যা দেয়া হয়েছে।

নারীর অংশ পুরুষের চেয়ে বেশি

মীরাসে পুত্র ও ভাইয়ের অংশ যেহেতু নির্ধারিত নয়, তাই ভাই ও পুত্র কখনো বোন ও কন্যা থেকে কম পেয়ে থাকে। যেমন মৃতের পিতা, মাতা ও স্ত্রী বা স্বামীর সাথে শুধু দুই কন্যা থাকলে কন্যা যতটুকু পায় শুধু দুই পুত্র থাকলে তারা তার চেয়ে কম পেয়ে থাকে।

প্রথম ক্ষেত্রে মীরাসের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্ত্রী ১১.১১%, পিতা ১৪. ৮১%, মাতা ১৪.৮১ এবং প্রত্যেক কন্যা ২৯.৬২৯% করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মীরাসের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্ত্রী ১২.৫%, পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬% এবং প্রত্যেক পুত্র ২৭.০৮% করে পাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে প্রত্যেক কন্যা ২৯.৬২৯% পাচ্ছে, অথচ ঐ আত্মীয়দের সাথে পুত্র পাচ্ছে ২৭.০৮%।

আরেকটি উদাহরণ : মৃত ব্যক্তির স্বামী, পিতা ও মাতার সাথে শুধু দুই কন্যা থাকলে কন্যারা যে অংশ পায় শুধু দুই পুত্র থাকলে পুত্ররা তার চেয়ে কম পায়। কারণ প্রথম

১১. আল-কুরআন, ৪ : ১২

১২. ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবন আবী হাতিম, *তাফসীর ইবন আবী হাতিম*, ৩য় খ, তাহকীক: আসআদ মুহাম্মাদ তাইয়্যিব, (সিডন, আল-মাকতাবা আল-আসরিয়াহ, তা.বি) পৃ. ৮৮৮

ক্ষেত্রে মীরাসের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্বামী ১৯.৯৯%, পিতা ১৩.৩৩%, মাতা ১৩.৩৩% এবং প্রত্যেক কন্যা ২৬.৬৬% করে পাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মীরাসের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্বামী ২৫% পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬% এবং প্রত্যেক পুত্র ২০.৮৩% করে পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক কন্যা ২৬.৬৬% সম্পদ পেয়েছে অথচ ঐ আত্মীয়দের সাথেই প্রত্যেক পুত্র পাচ্ছে ২০.৮৩%।

তেমনি কখনো বোন ভাই অপেক্ষা বেশি পায়। নিচের ছকটি লক্ষণীয় : মৃত ব্যক্তির স্বামী, মাতা, বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন থাকলে প্রত্যেকের মীরাসের হিস্যা হয় নিম্নরূপ : স্বামী ৩৭.৫%, মাতা ১২.৫%, বৈপিত্রেয় বোন ১২.৫%, বৈমাত্রেয় বোন ৩৭.৫%। পক্ষান্তরে স্বামী মাতা বৈপিত্রেয় বোনের সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তাহলে প্রত্যেকের অংশ হয় নিম্নরূপ : স্বামী ৫০%, মাতা ১৬.৬৬%, বৈপিত্রেয় বোন ১৬.৬৬% ও বৈমাত্রেয় ভাই ১৬.৬৬%। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ক্ষেত্রে যে আত্মীয়দের সাথে বৈমাত্রেয় বোন শতকরা ৩৭.৫% পেয়েছে, তাদের সাথেই বৈমাত্রেয় ভাই পেয়েছে তার অর্ধেকেরও কম। এই উদাহরণগুলোর সার কথা হলো, একই ধরনের আত্মীয় রেখে দু'জন ব্যক্তি মারা গেছে; কিন্তু আত্মীয়তার ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়েও এক মৃত ব্যক্তির নারী ওয়ারিসরা অপর মৃত ব্যক্তির পুরুষ আত্মীয়দের চেয়ে বেশি সম্পদ পেয়েছে। আর একই মৃত ব্যক্তির পুরুষ ওয়ারিসের চেয়ে নারী ওয়ারিস বেশি পাওয়ার দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্বে গিয়েছে। যেখানে মৃতের কন্যাকে মৃতের স্বামীর চেয়ে এবং মৃতের কন্যা মৃতের পিতার চেয়ে বেশি পেয়েছে।

সমপর্যায়ের পুরুষ মীরাস পায় না কিন্তু নারী পায়

১. নানী ছয়ভাগের এক ভাগ পায়, কিন্তু নানা কিছুই পায় না।

২. মৃতের স্বামী এবং সহোদরা বোনের সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন অংশ পায়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় ভাই অংশ পায় না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে অধিক অংশ দেয়া হয়নি। কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের হিস্যা সমান। কোন ক্ষেত্রে বেশি আর দুই মৃত ব্যক্তির মীরাস তুলনা করলে যেমন পাওয়া যায় তেমনি এক মৃত ব্যক্তির মীরাসেও পাওয়া যায়। সুতরাং ইসলামে পুরুষের হিস্যা নারীর দ্বিগুণ- এটি মীরাস ব্যবস্থার একটি খণ্ডিত উপস্থাপনা। যা নারীবাদীরা ভুল ধারণা প্রসূত উপস্থাপন করে থাকেন।

এক পুরুষ পায় দুই নারীর সমান অংশ

তৃতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন পুরুষ দুই জন নারীর সমান অংশ পেয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দান করেছেন, এক পুত্র পাবে দু কন্যার সমান। আর যদি শুধু কন্যাই দুইজন বা দুই এর বেশি হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর শুধুমাত্র একজন কন্যা থাকলে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।[১৩]

মৃতের পুত্র-কন্যা দুটোই যদি থাকে তাহলে পুত্র পাবে কন্যার দ্বিগুণ। তেমনি পৌত্র এবং পৌত্রী থাকলে পৌত্র পাবে পৌত্রীর দ্বিগুণ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ﴾

(হে রাসূল!) তারা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চাইছে। আপনি বলে দিন, কালালা সম্পর্কে আল্লাহ্ বিধান দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, আর তার মাত্র একজন বোন জীবিত থাকে তাহলে সে মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর দুই বোন থাকলে তারা মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই ও বোন এক সাথেই থাকে, তাহলে একজন ভাই দুইজন বোনের সমান অংশ পাবে।[১৪]

এই আয়াতের বিধান হলো, মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই-বোন দুজনই যদি থাকে তাহলে ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ। একই কথা বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হলো, ইসলামের মীরাস বণ্টনের মূলভিত্তি কখনো এই নয় যে, কাউকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে অধিক দেয়া হবে আর কাউকে শুধু নারী হওয়ার কারণে কম দেয়া হবে বা বঞ্চিত করা হবে। এ কারণেই উপরে আমরা দেখেছি যে, সর্বক্ষেত্রে না পুরুষকে, না নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বরং কোথাও পুরুষকে অগ্রাধিকার, আবার কোথাও নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ সবই আল্লাহ্র বিধান। তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। সুতরাং একজন মুসলিমের কাজ হলো আল্লাহ্র বিধানের সামনে সমর্পিত হওয়া। কারণ এই আসমানী বিধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য একমাত্র আল্লাহ্রই জানা। একজন মুসলিম হয়ে এ আসমানী বিধান নিয়ে কোন বিতর্কের সুযোগ বা কারণ কোনটিই নেই।

একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান অংশ পাওয়ার কারণ

এ কথা সুস্পষ্ট যে, কম-বেশি শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে নয়; বরং দায়িত্ব, খরচ ও মৃতের সাথে সম্পর্কের মতো গভীর ও মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা

১৩. আল-কুরআন, ৪ : ১১
১৪. আল-কুরআন, ৪ : ১৭৬

দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রাপ্তি ও অধিকারের অভিন্নতার দাবি করেন তাদের বক্তব্যের অসারতা বোঝার জন্য অনেক বেশি গভীর বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তাদের দর্শন মেনে নিলে গোটা পৃথিবী অচল হয়ে যাবে।

এ পৃথিবী একটি নিয়মে চলে। সে নিয়মও আল্লাহ্র সৃষ্টি। মানুষের জীবন চলার জন্যও সর্বজনীন জীবন বিধান রয়েছে। মীরাসের ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত নীতি হলো الغُنمُ بالغُرمِ -"দায় অনুযায়ী প্রাপ্তি"।[১৫] অর্থাৎ যার দায় বেশি তার প্রাপ্তিও বেশি। যার দায় কম তার প্রাপ্তিও কম। পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের উপর। শত্রুর মোকাবিলা করার দায়িত্বও পুরুষের। পরিবার, সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ, তাদের চিকিৎসা ও বাসস্থানের দায়িত্বও পুরুষের উপর। নারীর উপর এমন কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। বরং সকল খরচ পুরুষের বহন করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, যদি কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলেও ইদ্দত চলাকালীন ভরণ-পোষণ ও থাকার ব্যবস্থা পুরুষের দায়িত্বে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾

তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ করো তবে অন্য নারী স্তন্য দান করবে।[১৬]

সন্তান এবং সন্তানের মাতার খরচের দায়িত্ব সন্তানের পিতার উপর

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

১৫. ইবনু আমীরিল হাজ্জ, *আত-তাকরীর ওয়াত তাহরীর ফী 'ইলমিল উসূল*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬, খ. ২, পৃ. ২৬৯
১৬. আল-কুরআন, ৬৫ : ৬

আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের পিতার উপর দায়িত্ব নিয়ম অনুযায়ী সন্তানের মাতার খোর-পোষের (খাওয়া-পরার) ব্যবস্থা করা। কাউকে তার সামর্থ্যাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতামাতা ইচ্ছা করে তাহলে উভয়ে পরামর্শ করে দু'বছরের ভিতরেই দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ ভাল করেই দেখেন।[১৭]

মোহর আদায়ের দায়িত্ব পুরুষের উপর। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশিমনে তাদের মোহর দিয়ে দাও।[১৮]

যারা নারীর মীরাস অংশ বণ্টন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে থাকেন তাদের নিকট প্রশ্ন! বলুন তো পুরুষের পক্ষ থেকে কেন মোহর আদায় করতে হবে? দাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার তো নারী-পুরুষ উভয়ই। তারা এ বিষয়ে কোন উত্তর দিতে পারবে না। এর ব্যাখ্যা ইসলাম দিয়েছে। সুতরাং আল কুর'আনের কোন বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে আমাদের কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে, সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তবেই কল্যাণ।

কোন কারণে দাম্পত্য বিচ্ছেদ হয়ে গেলে প্রদেয় মোহর ও অন্যান্য সম্পদ থেকে কিঞ্চিত পরিমাণও ফেরত নেয়া নিষেধ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾

যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও (সঙ্গত কারণে শরী'আহ সম্মত পন্থায় তালাক ও বিবাহের মাধ্যমে) এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।[১৯]

বর্তমান সময়ে যারা নারীর সমঅধিকার ও নারীর মীরাস বণ্টন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকেন, তারা তো এ বিষয়েও কোন কথা বলেন না যে, যখন কোন

১৭. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৩
১৮. আল-কুরআন, ০৪ : ৪
১৯. আল-কুরআন, ০৪ : ২০

নারীর পক্ষ থেকে (সঙ্গত কারণে হোক বা নৈতিক পদস্খলনের কারণে হোক) দাম্পত্য বিচ্ছেদ ঘটে তখনো তো ক্ষেত্র বিশেষে নিরপরাধ পুরুষটির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিক বিবেচনায়ও আনা হয় না। অথচ এমনও হয় যে, তার সারা জীবনের অর্জন সবই ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল। এ স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও আবারও মোহর পাবে। কিন্তু পুরুষ আবার বিবাহ করলে সেখানেও মোহর দিতে হবে। মোট কথা পুরুষের উপর খরচের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে; নারীর উপরে নয়।

এ ছাড়াও যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, তা হলো আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী হিস্যার বিধানটি এজন্যই এরূপ করেছেন যে, আজ যিনি পিতার ঘরে কুমারী কন্যা আগামীতে তিনিই স্বামীর ঘরের সফল গৃহ বধূ, তার সুখী সংসার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীকে অর্থনৈতিকভাবে অধিক শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন; কেননা স্বামীর সংসারে এসে সে সরাসরি স্বামীর সম্পদের তত্ত্বাবধায়িকা ও অধিকারিণী হয়ে যায়। কিন্তু এরূপ না হয়ে যদি তথাকথিত প্রগতিবাদীদের দাবীর অনুরূপ হতো, তাহলে স্বামীর সংসার এর দায়িত্বশীলা হয়ে পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে হিস্যা গ্রহণ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াত। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজে নারীদের হিস্যা বুঝে পাওয়ার বাস্তব চিত্র আমাদের এ চিন্তারই জন্ম দেয়। এ সম্পর্কে Safia Iqbal নামের জনৈক চিন্তাবিদ বলেন,

> However, a closer scrutiny reveals that such an order is, in fact, the very echo of justice. the responsibility of earning a livelihood and supporting the family is not placed on woman in Islam. In case of a man's death, it is the son, and not the daughter or the widow, who is responsible for the maintenance of the family. Hence, the son's increased share in the property is meant to provide him assistance in maintaining the family. In fact, it would have been injustice if woman who was not bound to contribute anything in the way of earning towards the family upkeep, got an equal share. As it is, her net share amounts to more than that of her brother or son when her Mahr, her marriage gifts, her ornaments and personal property which belong to her solely, are considered.[20]

২০. Safia Iqbal, *WOMAN AND ISLAMIC LAW,* New Delhi : Adam Publishers & Distributors, 2004, pp. 176-177

অর্থাৎ ইসলাম জীবন-যাত্রার খরচ নির্বাহ করার জন্য আয়-উপার্জন করা এবং পরিবারকে সাহায্য-সহযোগিতা করার দায়িত্ব কোন স্ত্রীর উপর অর্পণ করেনি। পিতার মৃত্যুর পর পরিবার পরিচালনা ও পারিবারিক খরচ নির্বাহের দায়িত্ব বর্তায় পুত্রের উপর; কন্যা বা বিধবার উপর নয়। আর এ কারণেই পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও খরচ নির্বাহের সহযোগিতার জন্য পুত্রের অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক খরচ নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে নারী বাধ্য নন। পৈতৃক সম্পত্তিতে তার অংশ যদি সমান হতো, তবে তা যথাযথ ও ইনসাফপূর্ণ হতো না। তাছাড়া একজন নারীর মোহর, বিবাহের উপঢৌকন, অলংকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিবেচনায় এনে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার প্রকৃত অংশ ভাই এবং পুত্রের চেয়েও বেশি। সুতরাং এ বিষয়ে বিতর্কের কিছু নেই। এভাবে ইসলাম বাস্তব প্রয়োজন ভিত্তিক নারী অধ্যয়ন ও গবেষণার পথ বাতলিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস এবং ইসলামের আনুষঙ্গিক উৎসসমূহকে মূলনীতি ধরতে হবে।

এ ছাড়াও

* নারী যখন কন্যা তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার জিম্মায়। তার বিয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত তার সকল দায়-দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত।
* বিয়ের সময় থেকে মোহর সহ সকল মৌলিক অধিকার ও জীবনের সকল চাহিদা স্বামীর কাছ থেকে লাভ করবে।
* নারী বিধবা হলে তার দায়িত্ব, পিতা, পুত্র ও ভাইয়ের উপর।
* নারী যখন মা, দাদী ও নানী তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামী, পুত্র, পৌত্রদের উপর।

মোট কথা, নারী সকল স্তরেই পুরুষের দায়িত্বে পরিবেষ্টিত। ফলে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং খরচও অনেক বেশি। তাই দায় অনুযায়ী তার প্রাপ্তিও বেশি হওয়াটাই সাম্য ও ইনসাফের দাবি। এ ধরনের দায়িত্ব নারীদের উপরে নেই। এক কথায় তারা দায় মুক্ত। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী নারীরা যা পেয়েছে, সে পরিমাণ সম্পদ আসলে তাদের প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে পুরুষ যেটুকুই পেল তার দ্বারা নিজের সংসার ও সংশ্লিষ্টদের ভরণ-পোষণ চালাতে হিমশিম খায়। এ দিক থেকে বিচার করলে পুরুষের প্রাপ্তি বেশি নয়। পুরুষ সর্বদাই দায়িত্বশীল। মুসলিমের জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে জানা। যখন কুরআন ও হাদীসের অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে বিধি-বিধান জানা হয়ে গেল তখন নিজে আমল করতে হবে এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

নারীর উত্তরাধিকারগত অবস্থান সর্বজনীন; কিন্তু এ বিষয়টির সফল বাস্তবায়ন নিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় চরম বৈষম্য লক্ষণীয়। নারী সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নিকটাত্মীয়দের দ্বারা চরম বৈষম্যের শিকার। সরেজমিনে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার তাকালে তার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। ষাট বছর বয়সী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক (ছদ্মনাম : রহিমা বেওয়া) বলেন, "আমি এখনো আমার বাবা-মায়ের সম্পদ আমার ভাইদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারিনি, বরং আমার ভাইদেরকে এ সম্পদ প্রাপ্তির কথা জানালে আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।"[২১] আবার ৪০ বছর বয়সী (ছদ্মনাম : আফরোজা বলেন, "আমার পিতা মারা গেছেন ৫ বছর আগে ভাইদের কাছে প্রাপ্য সম্পদের দাবি করলে আমার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে।"[২২] অপর একজন নারী (ছদ্মনাম : মালেকা আকতার) বলেন, "আমি বাবা-মায়ের যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী তার বর্তমান বাজার মূল্য নূন্যতম ৩০ লক্ষ টাকা; কিন্তু আমার ভাইয়েরা সে সম্পদ অন্যত্র বিক্রি করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অপরপক্ষে তারা এ সম্পদ সর্বসাকুল্যে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে নিজেদের নামে দলিল করে দিতে এক পর্যায়ে বাধ্য করেছে।"[২৩]

প্রকৃতপক্ষে উপর্যুক্ত সামাজিক চিত্র বাংলাদেশের নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদ প্রাপ্তির বাস্তব অবস্থা। যা সত্যিই অনভিপ্রেত, মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও আল-কুরআন দ্বারা নির্ধারিত বিধি-বিধানের পরিপন্থী ও গর্হিত কাজ। এ সংকীর্ণতা ও হীনকর্মের বলয় থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী। এ অবস্থার ফলে ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছে। সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালবাসার নজিরবিহীন বিপর্যয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, নারী সমাজ চরমভাবে অধিকারহীনতা এবং বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। নারী তার আপনজনদের দ্বারাই নির্যাতন ও হয়রানিতে অসহায় হয়ে পড়েছে। এটা মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের মীরাস হিস্যার ব্যাপারে আরো মনোযোগী ও যত্নশীল হতে হবে। হিস্যা বুঝে নিতে প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি আমাদের আহ্বান, যে সকল নাগরিক নারীর হিস্যা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় ও হয়রানি করে, তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

---

২১. সরেজমিন সাক্ষাৎকার, গ্রাম : চকলক্ষীপুর, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং-১৫.০৮.২০১৫

২২. সরেজমিন সাক্ষাৎকার, গ্রাম : চকলক্ষীপুর, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং-১৭.০৮.২০১৫

২৩. সরেজমিন সাক্ষাৎকার, গ্রাম : ধোপাঘাটা, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং-১৮.০৮.২০১৫

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলাম নারী-পুরুষের অধিকার অত্যন্ত ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রদান করেছে। ইসলামের বিধান সামগ্রিক; এটি মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ স. প্রদর্শিত জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের প্রয়াস। ইসলামে মানুষের জ্ঞান, আত্মা, বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়াদিসহ সর্বদিক অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান সময়ে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের বাইরে নারীর প্রগতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তার মধ্যে সত্যের উপাদান অনেক কম এবং মিথ্যাই বেশি। মুসলিম সমাজের নারীদের স্বাধীনতার কোন কমতি নেই। ইসলাম তাদের স্বাধীন ও সম্মানিত করেছে। ইসলামের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বাস্তবায়নের ব্যর্থতার কারণেই আমাদের সমাজে মহিলারা অধিকার বঞ্চিত এবং নিগৃহীত। যারা নারীর অধিকার ও নারীর মীরাস বণ্টন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা তো এ বিষয়েও কোন চিন্তা করেন না যে, যখন কোন নারীর পক্ষ থেকে (সঙ্গত কারণে হোক বা নৈতিক পদস্খলনের কারণে হোক) দাম্পত্য বিচ্ছেদ ঘটে যায়, তখনো তো ক্ষেত্র বিশেষে নিরাপরাধ পুরুষটির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দিক বিবেচনায়ও আনা হয় না। অথচ এমনও হয়ে থাকে যে, তার সারা জীবনের অর্জন সবই ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল। এ স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও আবারও মোহর পাবে। কিন্তু পুরুষ আবার বিবাহ করলে সেখানেও মোহর দিতে হবে। তাছাড়া পুরুষের উপর খরচের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, নারীর উপরে নয়। প্রকৃতপক্ষে নারীদের উত্তরাধিকার অংশীদারিত্ব নিয়ে বিভ্রান্তির মূল উদ্দেশ্য হলো, নারী-পুরুষের মধ্যে ইসলাম নির্ধারিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে এক স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে বসবাস করার সর্বজনীন কল্যাণময় ইসলামী জিন্দেগী ধুলিসাত করে নারীকে পুরুষের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ইসলামের সুমহান আদর্শকে ভুলুণ্ঠিত করা। সুতরাং আমরা বলবো, ইসলাম নারী সমাজকে সম্মানিত করেছে, উত্তরাধিকার অংশীদারিত্বসহ সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করেছে যেখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন, এখানে বিতর্ক সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই।